ডার্ক সাইড অব
ব্রিটিশ এম্পায়ার

মূল

আদনান রশীদ

শশী থারুর

জ্যাসন হিকেল

ডাইলান সুলিভান

ভাষান্তর

টিম নোমাদ

[ওয়ালিদুর রহমান ও আব্দুল্লাহ মাদানি]

প্রজন্ম

মুক্তচিন্তায় স্বাধীনতা

প্রথম প্রকাশ: বইমেলা ২০২৩
টাইপোগ্রাফি: তাসনিম তানি
প্রচ্ছদ: আমিরুল ইসলাম মামুন

পরিবেশক
রকমারি.কম
www.rokomari.com/projonmo

প্রজন্ম পাবলিকেশন
৪১/১ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৫৭২ ৪১০ ০১৮
info@projonmo.pub
www.projonmo.pub

প্রজন্ম পাবলিকেশনের পক্ষে আহমদ মুসা কর্তৃক ৪১/১ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ থেকে প্রকাশিত; তানভীর প্রিন্টার্স, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত।

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

Dark Side of British Empire by Adnan Rashid, Translated by Nomad, Published by Projonmo Publication, Bengali Edition
Copyright © Projonmo Publication

Price: BDT 200 Taka
International Price: $20.00 USD
ISBN: 978-984-97489-8-4

সূচিপত্র

কেন ভারতই? ৫

- মুঘল পতন ৯
- ভূমি হারানো ১২
- মারাঠাদের হিংস্রতা ১৫
- টিপু সুলতানের ভীতি ১৮
- সাহসী টিপু সুলতান ২১
- মুসলিম আলিমদের আত্মত্যাগ ২৩
- মহান বিদ্রোহ ২৭
- আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় ৩৩
- পাকিস্তান সৃষ্টি ৩৭
- উপসংহার ৪১

৪০ বছরে ১০০ মিলিয়নের মৃত্যু ৪৬

ব্রিটেনের ৪৫ ট্রিলিয়ন ডলার চুরি এবং মিথ্যাচার ৫০

দ্য ব্রিটিশ গেম: ডিভাইড এন্ড রুল ৫৫

ব্রিটিশদের ক্ষমা চাওয়া উচিত ৫৯

কেন ভারতই?

আজকের বিষয় হলো ''ব্রিটিশ শাসন: পাকিস্তান ও ভারত''। আমরা বর্তমানের ''আজকে''-তে কীভাবে এলাম? ইতিহাস হলো এমন গুরত্বপূর্ণ বিষয় যাকে আমরা সমষ্টিগতভাবে এড়িয়ে চলেছি। একে অপরাধের শামিল করা চলে। মুসলিমরা ইতিহাসকে এতটাই এড়িয়ে চলেছে যে, তারা বর্তমানে তাদের মৌলিক ইতিহাস বা অতীত সম্পর্কেও ধারণা রাখে না। আপনি কোনো মসজিদে গিয়ে কাউকে ইসলামের ইতিহাস বা হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করলে দেখবেন অধিকাংশই উত্তর দিতে পারবে না। অথচ, আমাদের ধর্মবিশ্বাসই দাঁড়িয়ে আছে ইতিহাসের উপর, অতীতকে ধারণ করার উপর, ইতিহাস লালন ও অধ্যয়নের উপর। ইসলাম কী? ইসলাম কীসের উপর আমাদের মাঝে এসেছে? ইসলাম এসেছে Precedent তথা পরম্পরার মাধ্যমে। পরম্পরা কী? পরম্পরা হলো অতীতের একটি উদাহরণ, যা অনুসরণ করা হয়। মুসলিমদের জন্য অনুসরণীয় হলো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন, তিনিই আমাদের Precedent বা পরম্পরা। কুরআনে আল্লাহ বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। [সূরা আহজাব: ২১]

আল্লাহ আমাদের বলছেন, রাসুলের জীবনকে অনুসরণ করতে। কুরআনে আল্লাহ আরও অনেক নবীগণের জীবনের আলোচনা করেছেন যাতে আমরা অনুসরণ করতে পারি, তাদের দেখানো পথে চলতে পারি, শিক্ষা নিতে পারি। যাতে আমরা অতীত সম্পর্কে জেনে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে আমাদের বলেন,

اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ

তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি অতঃপর দেখেনি তাদের আগে যারা ছিল তাদের পরিণাম কী হয়েছে? [সূরা মুহাম্মাদ : ১০]

যাও, তাদের ভূমিতে, যারা তোমাদের আগে এসেছিল, দেখো তারা কী কী করেছে। ইতিহাস অধ্যয়ন ব্যতীত নবী-রাসুলের জীবন, আচার আচরণ সম্পর্কে কিছুই জানতে পারি না, তাঁর পরবর্তী অনুসারী এবং পর্যায়ক্রমে আসতে থাকা উম্মাহ সম্পর্কে জানতে পারি না। এই অধ্যয়নকে বলা হয় ইলমুল হাদিস, যা ইলমুল রিজালকে অনুসরণ করে চলে। ইলমুল হাদিস ইলমুল রিজালের উপর নির্ভরশীল।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইতিহাস কিছু মানুষের পরম্পরায় এসেছে, আমাদের এই মানুষজনকে অধ্যয়ন করতে হবে। সুতরাং, আমি বুঝাতে চাই ইতিহাসই জীবন। এটাই আমাদের পরিচয়। আপনার বিশ্বাস এর উপর দাঁড়িয়ে আছে। আমরা যদি ইতিহাস না জানি আমাদের বিশ্বাস দূর্বল হয়ে পড়বে।

ইতিহাস না জানা মানুষের দৃষ্টান্ত হলো পথহারা নাবিকের মতো। এজন্যই আমাদের উচিত ইতিহাস জানা, পড়া। ইসলামের হারানো গৌরব, সোনালী অতীত ফিরিয়ে আনতে ইতিহাস পড়তে হবে। যদি চান আমাদের উস্তাদগণ বিশ্বের সেরা সেরা জায়গায় শিক্ষাদান করুক, সবখানে নেতৃত্ব দিক তাহলে আমাদের জানতে হবে আমাদের অতীত কী ছিল। জানতে হবে আমাদের পূর্বপুরুষদের রেখে যাওয়া সোনালী অতীতকে। আমাদের আলোচনা হবে এই আলোকেই...

নিজেকে জানতে হলে আপনার নিজের পূর্বপুরুষদেরও জানতে হবে। জানতে হবে আপনি জন্মের আগে কি ঘটেছে? কারণ এটা আপনার পূর্বপুরুষদের সাথে সম্পূর্ণভাবে সম্পৃক্ত।

উপমহাদেশ গঠিত হয়েছে তিনটি দেশ নিয়ে: ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান। আমাদের ইতিহাস এবং আমাদের পুর্বপুরুষেরা ২০০ বছর ব্রিটিশ রাজের অধীনে ছিল। ব্রিটিশ রাজ কী? সহজ কথায় ব্রিটিশ রাজ হলো ভারতে ব্রিটিশদের শাসন। রাজ অর্থ শাসন। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রায় ২০০ বছর ধরে ভারত উপমহাদেশের সিংহভাগ এলাকা শাসিত হয়েছে তাদের দ্বারা। এই শাসনে সহযোগী হিসেবে ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। একটি ভুল ধারণা আছে যে, অনেকে মনে করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ব্রিটিশ সরকারের আদেশ বা নিয়ম ব্যতীত সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নিজেরা শাসন করত।

কিন্তু এটা ভুল ধারণা। নিঃসন্দেহে তারা কোম্পানি হিসেবে ব্যবসা করতে এসেছিল, কিন্তু পরে তারা রুলিং পার্টি হয়ে যায়। তাদের নিজস্ব সামরিকবাহিনী ছিল।

ব্রিটিশ সরকারের সরাসরি মদদপুষ্ট ছিল এই কোম্পানি। কোম্পানির শেয়ার ও মুনাফায় অংশ ছিল ব্রিটিশদের এলিট ক্লাস, ব্রিটিশ এমপি ও ব্রিটিশ সরকারের। ১৭ শতকের শেষদিকে ও ১৮শ শতকের শুরুর দিকে এই কোম্পানির প্রায় ২৪% শেয়ার ছিল British and Beasts-এর হাতে, যে কারণে ওয়েস্ট ইন্ডিজে দাস ব্যবসা বন্ধ হতে দীর্ঘকাল সময় লেগেছে। কেন সময় লেগেছে সেটা অবশ্য ভালো একটি প্রশ্ন!

আটলান্টিক স্লেভ ট্রেড মানবজাতির ইতিহাসে ভয়ংকর একটি অধ্যায়। মানুষ হলোকাস্ট নিয়ে হাহাকার করে। কিন্তু আপনারা কি জানেন ইতিহাসের অন্যান্য বিপর্যয়ের মধ্যে অন্যতম একটি মারাত্মক বিপর্যস্ত অধ্যায় হলো এই আটলান্টিক স্লেভ ট্রেড। যেখানে প্রায় ১০০ মিলিয়নের মতো পশ্চিম আফ্রিকানদের অপহরণ করে দাস হিসাবে নিয়ে যাওয়া হতো আটলান্টিক মহাসাগর দিয়ে। কেবলমাত্র ৬% দাসরা উত্তর আমেরিকা যেতো। বাকি ৯৪% যেতো দক্ষিণ আমেরিকা আর কেন্দ্রীয় আমেরিকায়। তাদের কোনো খোঁজই পাওয়া যায় না। ১৪৫০ থেকে ১৮৫০ পর্যন্ত, প্রায় ৪০০ বছর ধরে এই ব্যবসা চলেছে। প্রায় ১০ কোটি মানুষকে আটলান্টিক দিয়ে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সর্বনিম্ন সংখ্যাটি ১ কোটি ১০ লক্ষ এবং সর্বোচ্চ ১০ কোটি।

আপনারা এখন দেখেন যে ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার শিরোনামে কালো চামড়ার লোকেদের অধিকার রক্ষার আন্দোলন চলছে। যারা এসব আন্দোলন করছে তারা ঐসব দাসদেরই উত্তরসুরী। যাদের ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, যারা নিজেদের পরিচয় হারিয়েছে, ছিন্ন হয়ে গিয়েছে মূল থেকে। তাদের ইতিহাস মুছে দেওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে মুসলিম আলিমও ছিলেন। এসব মুসলিম স্কলারদের গাম্বিয়া, সেনেগাল ইত্যাদি দেশ থেকে দাস হিসেবে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। একটা বই এক্ষেত্রে আমি পড়তে বলবো, যার নাম হলো "Servants of Allah" যার লেখক হলেন সিলভিয়ান এ. ডিয়ফ।

ব্রিটিশ এমপিরা ১৮শ শতকে এই দাসব্যবসা বন্ধ করা নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত ছিল। অনেকেই চাচ্ছিল না এই ব্যবসা বন্ধ হোক, কারণ ওয়েস্ট ইন্ডিজের এই জায়গাগুলোতে তাদের বিনিয়োগ ছিল। তারা ওয়েস্ট ইন্ডিজে দাসদের ব্যবহার করে আখ ফলিয়ে প্রচুর লাভ করছিলো, এই কারণেই দাসব্যবসাকে বাঁচিয়ে রাখা তাদের জন্য অত্যন্ত দরকারি ছিল। এ কারণেই থমাস ক্লার্কসন, উইলিয়াম উইলবারফোর্সের মতো লোকেরা দাসব্যবসাকে বন্ধ করতে চায়নি।

একইভাবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিও এমন আচরণ করেছে, কারণ এতেও ব্রিটিশদের বিনিয়োগ ছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৬শ শতকে। বলতে গেলে রাণী এলিজাবেথ প্রথম এই কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন। তাদের ব্যবসা করার লাইসেন্স দেন। তারা মূলত জাহাজে করে তাদের বাণিজ্য পরিচালনা করতো।

এভাবেই উপনিবেশবাদের শুরু হয়। ব্যবসার মাধ্যমে। ব্রিটিশ, ফ্রেঞ্চ, পর্তুগীজ ও ইউরোপীয়রা তাদের জাহাজ নিয়ে বাণিজ্য করতে সাগরে সাগরে বের হয়ে পড়ে, নানা দেশে এসে বসতি করে, স্থানীয়দের সাথে ব্যবসা শুরু করে। তারা দেখলো স্থানীয় লোকেরা কোনো যোগ্য শাসক দ্বারা শাসিত হচ্ছে না। তাদের দূর্বল হিসেবে দেখতো এসব উপনিবেশবাদীরা। অতঃপর সামরিক শক্তি দিয়ে তাদেরকে দখল করে উপনিবেশ স্থাপন করা হয়।

তাই অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, পূর্ব আফ্রিকার বেশিরভাগ অঞ্চল এবং পরে ইন্ডিয়াতে ১৭শ শতকে কলোনি হয়। এর আগে হয়নি কারণ তারা দেখেছিল তারা যেসব শাসকদের অপসারণ করে উপনিবেশ স্থাপন করেছে মুঘলরা তাদের চেয়ে শক্তিশালী। মুঘল শাসনের গোড়াপত্তন হয় ১৬শ শতকে, প্রথম মুঘল সম্রাট বাবর দিল্লি সালতানাতের পতন ঘটিয়ে ক্ষমতায় আসেন। লোদি সাম্রাজ্যের অবশিষ্ট ক্ষমতার পতনও তখন হয়। সুতরাং, ১৫১৬ সালে জহিরুদ্দিন বাবর উত্তর ভারত এবং লোদিদের ক্ষমতা থেকে সরিয়ে সিংহাসনে বসেন। ৩য় শাসক আকবর, তিনি ছিলেন এক বিতর্কিত শাসক রাজ্য বড় করেন, তার নাতি শাহজাহান ও তার ছেলে আওরঙ্গজেব আলমগীর সবচেয়ে ক্ষমতাধর শাসক ছিলেন, তিনিই একমাত্র মুসলিম শাসক যিনি ভারতের ৯৫% এলাকা শাসন করেছেন। তিনি ১৬৫৮ থেকে ১৭০৭ পর্যন্ত শাসন করেন, মারা যান ৮৯ বছর বয়সে। দীর্ঘ ৫০ বছর শাসন করেন তিনি। তিনি একটি শক্তিশালী ভারত রেখে যান, যদিও প্রতিনিয়ত যুদ্ধের কারণে অনেকটা দূর্বল হয়ে পড়ে। প্রায় ২৫ বছর ধরে নানা বিদ্রোহ-বিক্ষোভ এই শাসনকে এবং ভারতকে কিছুটা পিছিয়ে রেখেছিল। তার সাম্রাজ্য ছিল বিশাল। তিনি ২৫ বছরের জন্য আর দিল্লিতে ফিরে যাননি, দক্ষিণে থেকে মারাঠা বিদ্রোহ সহ অন্যান্য বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি ১৭০৭ সালে মারা যান, সেই সময়ে ভারতের অর্থনীতি উন্নতির চরম শেখরে ছিল, এতই উন্নত যে সকল ইউরোপীয় রাজাদের সম্পদ একত্র করলে তৎকালীন ভারতের অর্থনীতির সমান হবে না। আওরঙ্গজেবের মিলিটারি পাওয়ার

সহ একটা দেশ শাসন করতে যা যা দরকার তার সবই ছিল অসাধারণ, সকল ইউরোপীয় শক্তির সম্মিলিত শক্তির তুলনায়ও বেশি। দুনিয়ার ২৪% সম্পত্তি ছিল ভারতের। এটি ছিল একটি পাওয়ারহাউস। অনেকে প্রশ্ন করেন ভারত যদি এতই শক্তিশালী হয় তারা কেন টেকনোলজিতে দুনিয়াকে নেতৃত্ব দেয়নি? উত্তর হলো, যখন রাজ্য শক্তিশালী হয়, সম্পদশালী হয়, যখন তারা অনেক স্বর্ণ থাকে তখন দেখা যায় তারা বিজ্ঞানী তৈরি করে না, বরং প্রয়োজনীয় সব টেকনোলজি কিনতে থাকে। কাতারের কথাই ধরা যাক, তারা সাইন্টিস্ট কিনে নেয়, টেকনোলজি কিনে নেয়। আমরা জানি, প্রয়োজন আবিস্কারের প্রসূতি, ইউরোপ ছিল গরীব এজন্যই তারা নানা বিজ্ঞানী আর চিন্তক তৈরি করে। ম্যানুফ্যাকচার, আবিষ্কার ইত্যাদি ক্ষেত্রে তারা পথ খুঁজছিল যাতে ধনী হতে পারে। মুঘলরা ইতোমধ্যে ধনীই ছিল, তাই তারা ইউরোপীয় টেকনোলজিগুলো কিনে নিচ্ছিলো, ইউরোপ থেকে যা-ই ভালো আর দরকারি মনে হতো তা-ই কিনে নিতো তারা। কারণ তাদের অনেক টাকা ছিল। ভারত তখন সবচেয়ে উন্নত কটন রপ্তানি করতো, সবচেয়ে উন্নত কাপড় বানাতো।

রোমান আমলের শুরুতে রোমান সিনেটে তখন একটা আলোচিত বিষয় ছিল; তা হলো রোমান নারীদের ভারতীয় কাপড়ের অনুরাগী হওয়ার কথা।

মুঘল পতন

প্রশ্ন হলো, ব্রিটিশরা ক্ষমতায় এলো কীভাবে? সহজ উত্তর হলো, ভাগ্যের জোরে। সেখানে একটি শূন্যস্থান ছিল, তারা এসে তা পূর্ণ করেছে। তারা কখনো স্বপ্নেও ভাবেনি যে তারা ভারতের অল্প একটা অংশ শাসন করবে, পুরো ভারতকে শাসন করা তো দূরে থাক। ১৭০৭ সালে আওরঙ্গজেব র. মারা যাওয়ার পর তার উত্তরসূরীরা ক্ষমতা রক্ষা করতে পারেনি। এর ইতিহাস খুব বিস্তর বিষয়। আমার প্রতিটি কথার পেছনে একেকটি বই আছে। আমি বলছি না যে আমি সবগুলো বই পড়েছি। আমি আপনাদের বোঝাতে চেষ্টা করছি যে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের ইতিহাস কতটা বিস্তর। আমি আপনাদের সামনে এই ইতিহাসের ছোট ছোট খণ্ডাংশ উপস্থাপন করব। আপনাদের এসব বিষয়ে বিস্তারিত জানতে হলে অবশ্যই বই পড়তে হবে, আপনার সন্তানকে জানাতে হবে এই ইতিহাস।

আপনি আজ এখানে ইংল্যান্ডে বসে আছেন কারণ আপনি একজন অর্থনৈতিক শরণার্থী। বেশিরভাগ লোকেরা এখানে আসে উন্নত জীবন যাপনের জন্য। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান ইত্যাদি এলাকা থেকে যারা আসে তারা মূলত অর্থনৈতিক শরণার্থী। ব্যতিক্রম খুব কমই আছে। আপনারা বা আপনার পূর্বপুরুষ এখানে এসেছেন কারণ আপনার দেশ এখানকার মতো সুযোগ সুবিধা আপনাকে দেয় না। যদি দিত তবে আপনি দেশেই থাকতেন, নিজের আত্মীয়ের সাথে বসবাস করতেন।

আপনি এখানে এসেছেন কারণ এখানে ভালো আছেন। আপনার চাহিদা পূরণ হচ্ছে এখানে। কিন্তু উপমহাদেশে কেন এত দুর্নীতি, এত দারিদ্র্য?

এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি পয়েন্ট, এসবের কারণ কী?

কী কারণে আপনার বাবা-দাদাদের এদেশে আসতে হলো? এসে ট্যাক্সি চালানো বা পিজ্জা ডেলিভারির মতো কাজ করতে হচ্ছে? কিছুক্ষেত্রে অবশ্য অবস্থার উন্নতি হয়েছে। আপনারা লেখাপড়া করে অনেকে ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার ইত্যাদি অবস্থানে যাচ্ছেন। আপনার নিজের সমাজ, পরিবারের কোনো বোঝা না হয়ে এমন কিছু করা অবশ্যই ভালো।

এজন্যই ব্রিটিশ শাসনকে বুঝা গুরুত্বপূর্ণ।

মুঘলদের পতন হলো কারণ আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তার বংশধরেরা ক্ষমতা ধরে রাখতে পারেনি। তাঁর মৃত্যুর মাত্র ৫০ বছর পর ১৭৫৭ সালে বাংলায় ভারতের এমনকি সারা বিশ্বের তৎকালীন সবচেয়ে ধনী অঞ্চলের মুঘল শাসক সিরাজোদ্দৌলার সাথে পলাশীর প্রান্তরে ব্রিটিশদের যুদ্ধ হয়।

বাংলা ছিল মুঘলদের প্রাণকেন্দ্র। যখন বাংলা তাদের হাতছাড়া হয়ে গেল, সাথে সাথে মুঘলদের অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়তে লাগলো। আপনার অর্থনীতি দূর্বল হলে আপনি সেনাবাহিনীর সরবরাহ জোগাতে পারবেন না। আর সেনাবাহিনী না থাকলে আপনি রাজ্য পরিচালনা করতে পারবেন না। মুঘলদের সাথেও এমনটাই ঘটেছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীত ব্রিটিশরা মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের অনুমতি নিয়ে ভারতে বাণিজ্য ঘাঁটি স্থাপন করে। প্রথমে গুজরাটের সুরাটে তারা বাণিজ্য করার অনুমতি পায়, সেখানে ঘাঁটি তৈরি করে। শাহজাহান আর আওরঙ্গজেবের সময়ে আরও কিছু বাণিজ্য ঘাঁটি স্থাপন করে মাদ্রাজ আর কলকাতায়। এই তিনটি জায়গাই ছিল ব্রিটিশদের প্রধান বাণিজ্যের আস্তানা। এই বাণিজ্য ঘাঁটিগুলো সমগ্র ভারতকে ঘিরে ছিল। সুরাট

হলো ভারতের পশ্চিম, মাদ্রাজ হলো দক্ষিণ-পূর্ব এবং কলকাতা হলো পূর্ব অংশ। এখান থেকেই ব্রিটিশরা তুলা, কাপড়, মশলা ইত্যাদির ব্যবসা পরিচালনা শুরু করে। প্রাথমিকভাবে ব্রিটিশদের প্রধান আগ্রহ ছিল মশলা। কারণ তখন তো ইউরোপে কোনো ফ্রিজ ছিল না। তাই খাদ্য সংরক্ষণ করার জন্য মশলা ছিল তাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মশলার মধ্যে অন্যতম ছিল লবঙ্গ। লবঙ্গকে তখন সোনার বিপরীতে ওজন করা হতো। তো, বুঝতেই পারছেন লবঙ্গ কতটা গুরুত্বপূর্ণ পণ্য ছিল!

এতই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে তারা হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে তারা এসেছিল এই বাংলায়। সমুদ্রপথে ঝড়-ঝঞ্ঝা পাড়ও দিয়ে, জলদস্যুদের এড়িয়ে। তখন পর্তুগিজরা সমুদ্র চষে বেড়াতো। জলদস্যুতার কিংবদন্তি ছিল তারা।

মুঘলদের এই একটাই দুর্বলতা ছিল। আর তা হলো, তাদের কোনো নৌবাহিনী ছিল না। অন্যদিকে অটোমানদের নৌবাহিনী ছিল খুবই শক্তিশালী। তারা পুরো ভূমধ্যসাগর নিয়ন্ত্রণ করতো। ইউরোপীয়দের তাই অটোমানদের অনুগত থেকেই বাণিজ্য করতে হতো অনেকটা। তাই ইউরোপীয়রা বাণিজ্যের নতুন পথ খুঁজছিল। অটোমানরা অন্যদিকে জিহাদ চালিয়ে যাচ্ছিলো ঐ ইউরোপীয়দের বিরুদ্ধে। এই জিহাদ ইউরোপীয়দের এক শোচনীয় অবস্থায় ফেলে দেয়। অটোমানদের কারণে তখন ইউরোপের অভ্যন্তরে কী হচ্ছিল তা আরেক ইতিহাস। এমনকি রাণী এলিজাবেথও এই জিহাদে অটোমানদের পক্ষ নেন। রাণী ছিলেন প্রটেস্ট্যান্ট, আর ইউরোপের ক্যাথলিল চার্চ ছিল তার বিরুদ্ধে। এজন্য স্প্যানিশ রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ ১৫৮৮ সালে শতশত জাহাজের এক বিশাল নৌবহর পাঠান ইংল্যান্ডকে আক্রমণ করতে। সেখান থেকেই বিখ্যাত স্প্যানিশ নৌবহর ধ্বংসের ঘটনা এসেছে।

তো ইউরোপীয়রা বাণিজ্যের জন্য বিকল্প সমুদ্রপথ খুঁজছিল। কলম্বাস ভারতের পথ খুঁজতে গিয়ে রেড ইন্ডিয়ানদের খোঁজ পান। তিনি ভেবেছিলেন ভারতে এসে পৌঁছেছেন। নেটিভ আমেরিকানদের কেন ইন্ডিয়ান ডাকা হয়? কারণ কলম্বাস ও তার সাথিরা ভেবেছিল তারা ভারতে এসে পৌঁছেছে। তাই সেখানকার মানুষদেরকে তারা ইন্ডিয়ান ভেবেছে। কিন্তু আসলে ভারত তখনও অনেক দূর। তারা যেখানে পৌঁছেছে সেটা ভারত নয়, অন্য কোনো জায়গা এটা বুঝতে তাদের অবশ্য অনেক সময় লেগে গেছে।

কলম্বাস কেন ভারতের পথ খুঁজছিলেন? ভারতই কেন?

কারণ ভারত ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী ও ক্ষমতাপূর্ণ অঞ্চল। ভারত দখল করার পর মুঘলরা বনে গেল পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী ও ক্ষমতাবান। মুঘলরা একে একটি পাওয়ারহাউস হিসেবে গড়ে তুলেছিল।

ভূমি হারানো

নবাব ব্রিটিশদের ঘাটি আক্রমণ করেন। কিছু লোকদের হত্যা করেন। তিনি কিছু ব্রিটিশ বন্দিকে একটি অন্ধকার কক্ষে আটকে রাখেন। তাদের অনেকেই শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যায়। মৃতের সংখ্যা হবে ৫০ জনেরও কম। তবে এই ঘটনাকে ব্রিটেনে খুব অতিরঞ্জিত করে প্রচার করা হয়। আপনারা গুগল করলেই আঁধার কূপের হত্যা নিয়ে এত এত বানিয়ে লেখা রিপোর্ট দেখবেন যার আসলে কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তিই নেই। কেবল সহানুভূতি পাওয়ার জন্য ব্রিটিশরা এসব তথ্য বাড়িয়ে প্রচার করে।

লর্ড ক্লাইভ একজন কুখ্যাত চরিত্র ভারতের ইতিহাসে। সে ইংল্যান্ডের থেকে এসে এখানে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জন্য কাজ করেছিল।

নবাবের সেনাবাহিনী ছিল বিশাল, প্রায় ৫০ হাজার সেনা। অন্যদিকে ব্রিটিশরা ছিল মাত্র ৫ হাজার।

নবাবের পরাজিত হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। শুধুমাত্র তার উজিরের বেইমানির কারণে এই পরাজয় হয়। ১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে নবাবকে হত্যা করা হয়। উজির মীর জাফরকে সিংহাসনে বসানো হয়। বাংলার নবাব বানানো হয়। তাই কাউকে অপমান করতে এই উপমহাদেশে মীর জাফর নামে ডাকা হয়। কবি বলেছেন,

জাফার আজ বাংগাল
সাদিক আজ দাক্কেন
নাংগে দ্বীন
নাংগে মিল্লাত
নাংগে ওয়াতান..

কবি বুঝিয়েছেন, বাংলার জাফর ও দাক্ষিণাত্যের সাদিক, তাদের না ছিল কোনো দ্বীন, না চরিত্র, না সততা আর না কোনো রাজ্য।